যুগান্তর

তারিখ 09 APR 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষা

মাদারীপুরে ইউএনও অবরুদ্ধ ভোলায় কেন্দ্রে হামলা

যুগান্তর ডেস্ক

মাদারীপুরে, মঙ্গলবার এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে সরকারি নাজিমউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সঙ্গে অসদাচরণের প্রতিবাদে কলেজের শিক্ষার্থীরা ইউএনও এসএম রফিকুল ইসলাম ও এসি ল্যান্ড ঝুমুর বালাকে দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষায় নকল করার সুবিধা না পেয়ে পরীক্ষা শেষে কিছু শিক্ষার্থী কেন্দ্রে হামলা, শিক্ষকদের অবরুদ্ধ ও রাস্তা অবরোধ করে রাখে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মাদারীপুর : সরকারি নাজিমউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একাধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক জানান, এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম রফিকুল ইসলাম। এ সময় পরীক্ষা কক্ষে অতিরিক্ত পিয়ন থাকার অভিযোগে বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সঙ্গে অসদাচরণ করেন তিনি। এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে কলেজের অন্য শিক্ষকরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। পরে ইউএনও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঝুমুর বালাকে মোবাইলে বিষয়টি জানান। কিছুক্ষণ পর ঝুমুর বালা এসে ওই শিক্ষকের সঙ্গে একই ব্যবহার করেন। এ ঘটনা দ্রুত ক্যাম্পাসে হামলা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

হামলা : কেন্দ্রে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছড়িয়ে পড়লে ইউএনও ও এসি ল্যান্ডে বিচারের দাবিতে কলেজের শিক্ষার্থীরা দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে এবং পদত্যাগ দাবি করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজের জানালায় কয়েকটি গ্লাস ভাংচুর করে।

ভোলা : বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মহিলা কলেজ কেন্দ্রে গতকাল ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার শুরুতেই বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি ৫ জনের টিম কেন্দ্রে অবস্থান নেয়। নকলের সুবিধা না পেয়ে কিছু শিক্ষার্থী ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। পরীক্ষা শেষ হতেই তারা কলেজের সামনে জড়ো হয়ে শিক্ষক ও বোর্ড টিমের ওপর চড়াও হয়। এরা কলেজ ঘিরে রেখে স্লোগান দিতে থাকে। রাস্তায় বিক্ষোভ করতে থাকে। তারা সড়ক অবরোধ করে রাখলে যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। তারা গেটে ইট নিক্ষেপ করে। এদের তোপের মুখে শিক্ষক ও বোর্ড টিম অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বলে জানান কলেজ অধ্যক্ষ কেন্দ্র সচিব হারুন অর রশিদ। শিক্ষকরা জানান, ওই সময় উত্তরপত্র রক্ষা করতে তাদের হিমশিম খেতে হয়।